বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস

বিশ্বকোষ-সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি-প্রণীত

HE

CASTES AND SECTS
OF
BENGAL

BY

NAGENDRA NATH VASU M. R. A. S.

Editor, Visvakosha; Associate Member, Asiatic Society of Bengal, &c., &c.

(THE HISTORY OF THE BENGAL KAYASTHAS.)

Vol. III.

(কায়স্থ-কাণ্ডের তৃতীয়াংশ)

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কাণ্ড

প্রথম খণ্ড

১৩৩৫

[কাপড়ে বাঁধাই মূল্য ৩৲ টাকা] [কাগজের মলাট ২॥০ টাকা।

বংশলতায় বিশেষ ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮২	টেবিল মধ্যে	চন্দ্রকান্তের পুত্র ২৮ বিশ্বনাথ, কেদার,তারিণী	২৭ পূর্ণানন্দের পুত্র ২৮ কেদার,বিশ্বনাথ,তারিণী
১০১	ঐ	কার্ত্তিকচন্দ্র	কান্তিচন্দ্র
১৭৯	ঐ	হরিমোহন সিংহের দুই পুত্র	হরিমোহন সিংহের তিন পুত্র
২১০	৪	শ্রীকণ্ঠের	প্রতাপনারায়ণের
২১৩	টেবিল মধ্যে	প্রফুল্ল | ২৭ সুবোধ	চারু | ২৭ সুধীর
ঐ	ঐ	অনুকূল | সুশীল	শরৎ | সুশীল

প্রকাশক—শ্রীবিশ্বনাথ বসু

বিশ্বকোষ কার্য্যালয়, ৯ বিশ্বকোষ লেন,

বাগবাজার, কলিকাতা।

☞ ৯নং বিশ্বকোষ লেন, বিশ্বকোষ প্রেসে এ, সি, সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত

জয়যানের সোমেশ্বরের প্রাচীন মন্দির

উৎসর্গ

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের সুসম্পূর্ণ

সামাজিক ও কৌলিক ইতিহাস দেখিবার জন্য

যাঁহার প্রাণে একান্ত বাসনা ও অনুরাগ ছিল

সপ্তদশ বর্ষ পূর্ব্বে যে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা

তাঁহার স্বভাবোচিত বদান্যতা, সহৃদয়তা ও উদারতাগুণে এই সামান্য ব্যক্তির উপর

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের ইতিহাস লিখিবার

ভার অর্পণ করিয়াছিলেন—

এবং তদুদ্দেশ্যে স্বীয় সমাজের ছোট বড় সকল ব্যক্তিকেই

নিজ নিজ বংশতালিকা পাঠাইয়া আমাকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন

সেই প্রাতঃস্মরণীয় বৈষ্ণব-চূড়ামণি

স্বর্গীয় মহারাজ স্যার গিরিজানাথ রায় বাহাদুর কে-সি-আই-ই,

মহোদয়ের শ্রীকরকমলে

তাঁহারই আদরের সামগ্রী অর্পণ করিতে না পারিয়া

বড়ই কষ্ট অনুভব করিতেছি।

আজ সেই মহামতি দিনাজপুরাধিপের পবিত্র স্মৃতি স্মরণ করিয়া

তাঁহারই উপযুক্ত বংশধর, বিবিধ সদ্‌গুণমণ্ডিত, পবিত্রচেতা, সর্ব্বজনসমাদৃত,

কায়স্থকুল-গৌরব অশেষ সম্মানভাজন

লেপ্টেনাণ্ট শ্রীল মহারাজ জগদীশনাথ রায় বাহাদুরের

—পবিত্র শ্রীকরকমলে—

আত্মপ্রসাদ লাভের উদ্দেশ্যে

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ডের প্রথম খণ্ড

গ্রন্থকারের সাদরোপহার স্বরূপ

প্রদত্ত হইল।

মুখবন্ধ

প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ব্বে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের ইতিহাস লিখিবার অভিপ্রায়ে উত্তর-রাঢ়ীয় সমাজের মনীষিগণের সমীপস্থ হইয়াছিলাম। সেই সময়ে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থহিতকরী সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির একটী অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া আমি আমার অভিপ্রায় প্রকাশ করি। সেই অধিবেশনে পাইকপাড়ার রাজা ৺শরচ্চন্দ্র সিংহ বাহাদুর, দিনাজপুরের মহারাজ স্বর্গীয় গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, দিনাজপুরের স্বনামধন্য রায় রাধাগোবিন্দ রায়সাহেব বাহাদুর, ভাগলপুরের মহাশয় তারকনাথ ঘোষ, ৺রায় পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ও ভাগল-পুরের ৺রমণীমোহন সিংহ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। আমি যেরূপ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের ইতিহাস লিখিবার ইচ্ছা করিয়াছি, তাহা তাঁহাদিগের সমক্ষে নিবেদন করিয়াছিলাম। তৎকালে উত্তররাঢ়ীয় সমাজের সেন্‌সাস্ চলিতেছিল। উত্তররাঢ়ীয় ঘটক সৃষ্টিধর কাব্যবেদান্ততীর্থ ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ সেন্‌সাসের প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা তখন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকেন্দ্রে গিয়া বংশলতা ও স্ত্রীপুরুষের সংখ্যা নির্ণয় করিতেছিলেন।

সৃষ্টিধর ঘটকের উপর বিভিন্ন সমাজের প্রত্যেক বংশের বংশলতা ও বংশপরিচয় সংগ্রহের ভার অর্পিত হয়। কথা থাকে যে, ঘটক মহাশয় সামাজিকগণের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিনাজপুরাধিপকে প্রদান করিবেন, পরে মহারাজ বাহাদুর সেই সমস্ত কাগজ আমায় পাঠাইয়া দিবেন। আমিও ঠিক করিয়াছিলাম যে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের সেন্‌সাস্ শেষ হইলে আমি উত্তররাঢ়ীয় সমাজের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিব। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের সেন্‌সাস্ কার্য্য শেষ হয়। সৃষ্টিধর ঘটক যেখানে যে কোন পুরাতন কাগজপত্র পাইয়াছিলেন আমার নিকট পাঠাইবার কথা জানাইয়া তাহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি তাহা আমাকে অথবা তাঁহার সহকর্ম্মী সুরেন্দ্রবাবুকে পর্য্যন্ত সেই সকল কাগজ দেন নাই। সেন্‌সাস্-কার্য্য শেষ হইবার পর ঘটক মহাশয়কে ডাকাইয়া স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর ঐ সকল কাগজপত্র দিতে বলিলে তিনি তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া ছিলেন। এমন কি, জন্মাবধি যাঁহার অন্নে লালিত পালিত তাঁহার সেই প্রতিপালক মহারাজ বাহাদুরকে উপেক্ষা করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি সেই সকল কাগজ পত্র লইয়া সরিয়া পড়িলেন। আমি আশা করিয়াছিলাম কৌশলে যেরূপে পারি ঘটক মহাশয়ের নিকট হইতে ঐ সকল কাগজ সংগ্রহ করিব। কিন্তু দিনাজপুর মহারাজের চেষ্টা ও আমার বহু চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তথাপি সেই সকল কাগজ পাইবার আশা ছাড়িতে পারি নাই। কয়েক বর্ষ পরেই উক্ত ঘটক মহাশয়ের শোচনীয় মৃত্যু ঘটিল। মনে করিয়াছিলাম, তাঁহার অবর্ত্তমানে ঘটক

মহাশয়ের গৃহ হইতে একদিন না একদিন কাগজ পত্র নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমার এ আশা আজিও ফলবতী হয় নাই।

উত্তররাঢ়ীয় সমাজের সকল কেন্দ্রে প্রধান প্রধান সামাজিকগণের নিকট স্ব স্ব কেন্দ্র বা বংশের বংশবিবরণ ও বংশলতা পাঠাইবার জন্য মুদ্রিত আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলাম এবং স্বয়ং ফতেসিংহ সমাজের নানাস্থানে, দিনাজপুরে, ও ভাগলপুরে গিয়া বিবরণ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলাম।

১৩১৯ সালে ৺শ্যামাপূজার সময় আমি ফতেসিংহ সমাজে উপস্থিত হইয়াছিলাম। কান্দী, জেমো, রসড়া, পার রসড়া, ছাতিনা, জয়যান প্রভৃতি কায়স্থকেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ এবং আমার সঙ্কলিত ইতিহাসের যথাসাধ্য উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা করি। আমি যেখানেই গিয়াছি উত্তররাঢ়ীয় সমাজ আমাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। এই সময়ে অনেকের মুখে শুনিয়াছিলাম, যে ৺সৃষ্টিধর ঘটক আমাকেই দিবার জন্য তাঁহাদের পিতৃপুরুষগণের সংগৃহীত প্রাচীন কাগজপত্র সমস্তই লইয়া গিয়াছেন। অনেকেই সেই সকল কাগজের নকল রাখা আবশ্যক মনে করেন নাই। তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাঁহাদের অমূল্য কাগজগুলির এরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটিবে। অনেকেই আশা করিয়াছিলেন, ঐ সকল কাগজপত্র আমার কার্য্য শেষ হইলে আবার ফিরিয়া পাইবেন। কিন্তু আমার মুখে অপূর্ব্ব কাণ্ড শুনিয়া অনেকেই হতাশ হইয়াছিলেন। তৎকালে পাঁচথুপীনিবাসী রাধাবল্লভ সিংহ কয়েকখানি কুলগ্রন্থ দিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে নকল করিয়া আরও কয়েকখানি কুলগ্রন্থ পাঠাইবেন আশা দিয়া ছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুত পুঁথিগুলির নকল পাঠাইয়াছিলেন (১)। তৎকালে জামুয়া (জেমো) শিবরামবাটীস্থ ৺প্রেমলাল ঘটক মহাশয়ের সংগৃহীত কয়েকখানি প্রাচীন কুলপঞ্জিকা পাইয়াছিলাম। এছাড়া ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ মহাশয় উক্ত প্রেমলাল ঘটক মহাশয়ের পুত্র মধুসূদন ঘটক মহাশয়ের নিকট হইতে অনেকগুলি প্রাচীন কুলগ্রন্থের পুঁথি সংগ্রহ করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন দিনাজপুরের স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর কয়েকখানি পুথি পাঠাহয়াছিলেন। বলিতে কি এই সকল পুথি আমার হস্তগত না হইলে উত্তররাঢ়ীয় সমাজের ইতিহাস-রচনায় আমি কখনও অগ্রসর হইতে পারিতাম না। এখানে একটী কথা বলিয়া রাখি। যে সময়ে উত্তররাঢ়ীয় সমাজের সেন্সাস্ চলিতেছিল সেই সময়

---

(১) তিনি যে সকল কুলজীর নকল পাঠাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কান্দিরাজবংশ-কারিকাখানি বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি। ইহার শেষভাগে লিখিত আছে—"নকল ১৩২১ সাল মাহ ২৫মাঘ না০ ৪টা ফাল্গুন। এই গ্রন্থের প্রাপ্তিস্থান কান্দিরাজবাটীর উপর তোষাখানা বীম বদল সময়ে উপর হইতে কুমার গিরিশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর ঐ তোষাখানা নীচে লইয়া জান ঐ ঘরে কথকগুলি দপ্তর ছিল তন্মধ্য হইতে দেখিয়া নকল করিয়া লইয়াছিলাম সন ১২৭৫ সালে প্রাপ্ত হই। আমি সে সময় দেবত্তর মোতালকের কর্ম্মাধ্যক্ষ দেওয়ানীপদে নিযুক্ত থাকি। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের সময় তোষাখানাদি আমার জিম্মায় ছিল। প্রেরক শ্রীরাধাবল্লভ সিংহ।"

কার্য্যানুরোধে আমাকে দিনাজপুরে যাইতে হয়। দিনাজপুর-রাজধানীতে গিয়া মহারাজ বাহাদুরের দক্ষিণহস্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায় মহাশয়ের ভবনে অবস্থান করি। তৎকালে সৃষ্টিধর ঘটক কতকগুলি কুলজী পুঁথি লইয়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সুরেন্দ্রবাবুর নিকট সেই সকল পুঁথির সন্ধান পাই। তাহা হইতে কতকগুলি সংস্কৃত কারিকা নকল করিয়া আনিয়াছিলাম।

১৩১৯ সালের কার্ত্তিক মাসে ফতেসিংহ সমাজ হইতে আমার ফিরিয়া আসিবার পর পৌষমাসে কলিকাতা টাউন হলে নিখিল ভারতীয় কায়স্থ-মহাসম্মেলনের বিরাট আয়োজন হইয়াছিল। এই সম্মিলনীতে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ৺মহারাজ গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের অভিভাষণ পঠিত হয় এবং ভারতবর্ষীয় কায়স্থসমাজের একীকরণপ্রস্তাব সমর্থন উপলক্ষে আমাকেও একটী বক্তৃতা লিখিতে হইয়াছিল। এই সময়ে সকল সমাজেরই কুলগ্রন্থ দেখা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। উত্তররাঢ়ীয় সমাজের কুলগ্রন্থগুলিও এই উপলক্ষে আমার দেখিবার বিশেষ প্রয়োজন হয়। আমার ঐ বক্তৃতায় এবং দিনাজপুর মহারাজের অভিভাষণে তৎকালে কতকগুলি কুলগ্রন্থবচন বিশেষভাবে উদ্ধৃত ও প্রচারিত হইয়াছিল।(২)

কলিকাতার কায়স্থ-মহাসভায় বাঙ্গালা ভাষায় আমার বক্তৃতা পঠিত হইলেও তৎপরবর্ষে প্রয়াগের কায়স্থ-মহাসভায় ভারভবর্ষীয় বিভিন্ন কায়স্থ শ্রেণীর মধ্যে আন্তর্গণিক বিবাহের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমি হিন্দীভাষায় প্রমাণ-প্রয়োগসম্বলিত একটী বিস্তৃত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমাদের কুলগ্রন্থগুলির রক্ষার আবশ্যকতা সকলেই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হই। মাননীয় ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পরামর্শে বিশ্বকোষের হিন্দী সংস্করণ প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছিলাম। প্রয়াগের নিখিল ভারতীয় কায়স্থ-মহাসভায় আমার সংকল্পিত হিন্দী বিশ্বকোষের অনুষ্ঠানপত্র স্বয়ং ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। সেই মহাসভায় পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ও দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর প্রভৃতি বহু হিন্দী প্রেমিক উপস্থিত ছিলেন। সভাভঙ্গের পর অনেকের উৎসাহবাক্যে আশ্বস্ত হইয়াছিলাম।

১৩২১ সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন আমার রাজন্যকাণ্ড বা কায়স্থকাণ্ডের প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়। ইচ্ছা ছিল, সঙ্গে সঙ্গে উত্তররাঢ়ীয় সমাজের বিস্তৃত ইতিহাস প্রকাশ করিব। কিন্তু হিন্দী বিশ্বকোষ প্রকাশের গুরুভার স্কন্ধে পড়ায় জাতীয় ইতিহাস প্রকাশের সঙ্কল্প তৎকালে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। হিন্দী বিশ্বকোষ প্রকাশের অব্যবহিত পরেই য়ুরোপে মহাসমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তাহার ফলে কাগজের দাম ৪।৫ গুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। আমি হিন্দী বিশ্বকোষের বন্দোবস্ত করিয়া জাতীয় ইতিহাসের প্রকাশকার্য্যে নিযুক্ত

(২) ১৩১৯ সাল ১৮ই মাঘের আনন্দবাজার পত্রিকা দ্রষ্টব্য। এতদ্ভিন্ন উক্ত মহাসভার বিস্তৃত কার্য্যবিবরণী মধ্যে মহারাজ বাহাদুরের অভিভাষণ সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়াছে।

হইব এইরূপ আশা মনে মনে পোষণ করিলেও কাগজের বাজার লক্ষ্য করিয়া ও ছাপাখানার সমস্ত উপকরণের অসম্ভব দুর্মূল্যতা দর্শনে নূতন গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্কল্প বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এমন কি, হিন্দী বিশ্বকোষ প্রকাশ করাও সে সময়ে বিশেষ অসুবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছিল। মহাসমরের ফলে বিশেষ ক্ষতি ও অসুবিধার মধ্যে বহুকষ্টে আমাকে হিন্দী বিশ্বকোষ প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। অত্যধিক পরিশ্রম, অর্থাভাব ও দুশ্চিন্তার ফলে অল্পদিন পরেই আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়িল। ক্রমেই আমার হৃদ্‌রোগ বৃদ্ধি হইয়া উঠে। অল্পদিন মধ্যেই আমার চলাফেরার ক্ষমতা হ্রাস হইয়া আইসে। চিকিৎসকগণের পরামর্শে আমাকে একপ্রকার গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ থাকিতে হইল। মধ্যে কয়েকবার জীবনসংশয় হইয়া পড়ে, আবার যে লেখনী ধারণ করিব, সে আশা তখন পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উত্তররাঢ়ীয় সমাজের সকল কেন্দ্রে প্রধান প্রধান সামাজিকগণের নিকট আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যথাসময়ে স্ব স্ব বংশলতা ও কিছু কিছু অর্থসাহায্য পাঠাইয়াছিলেন। পুস্তক প্রকাশে অযথা বিলম্ব দেখিয়া অনেকেই অনুযোগ করিতে থাকেন। আমিও নিজ শরীরগতিকে আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারিতেছি না ভাবিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম।

এই দুর্য্যোগের সময়ে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ সেন্‌সাস্‌ বিভাগের কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের আমার কথা মনে পড়িল। তাঁহাকে আনিয়া জাতীয়কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু দৈবক্রমে নানাকারণে তৎকালে তিনি আসিয়া আমার কার্য্যে যোগদান করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ও ব্যাধির পীড়নে বিশেষ উৎপীড়িত হইয়াও ধীরে ধীরে পীরালী ব্রাহ্মণ সমাজের ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের ইতিহাস এবং অবশেষে বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের ইতিহাস প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ১৩৩৩ সালে বারেন্দ্র কায়স্থকাণ্ড সম্পূর্ণ করিয়া উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের ইতিহাস লিখিতে মনোযোগী হইলাম। এই সময়ে সমস্ত উত্তররাঢ়ীয় কুলগ্রন্থগুলি আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। পূর্ব্বেই আমার উপযুক্ত সহকারী দ্বারা সংগৃহীত সমস্ত গ্রন্থগুলি নকল করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহা পাঠ করিয়া বিস্তৃত তালিকা ও ধারাবাহিক সূচী করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বর্ত্তমান ১৩৩৫ সালের বৈশাখ হইতে আমার সহকারী দ্বারা সমস্ত কারিকাগুলি পৃথক্‌ভাবে নকল করাইয়া লইলাম এবং উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের ইতিহাস-রচনায় অগ্রসর হইলাম। সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণোপযোগী পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে লাগিলাম। জ্যৈষ্ঠ মাসে ছাপাখানায় প্রথমাংশ পাঠাইলাম। এই সময়ে একদিন অকস্মাৎ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ উৎসাহিত হইলাম। তিনি আজীবন উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের সেবা করিয়াছেন, নিজে অনেক সামাজিক তথ্য অবগত আছেন। তিনি আমার সহকারীরূপে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। আশা করিয়াছিলাম, তাঁহার নিকট অনেক কুলগ্রন্থ

পাইব, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি গৃহ ছাড়িয়া দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকায় তাঁহার অনুপস্থিতি কালে তাঁহার এবং তাঁহার পিতৃপুরুষগণের সংগৃহীত বহু কুলগ্রন্থ ও কুলপঞ্জিয়ের কাগজ কীটদষ্ট ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কোন প্রকারে তাহার উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার নিকট হইতে কোনরূপ প্রকৃষ্ট সাহায্যের আশা না থাকিলেও তিনি যে সেনসাস্ উপলক্ষে অধিকাংশ উত্তররাঢ়ীয় সমাজকেন্দ্রে পরিভ্রমণ করিয়াছেন এবং কি করিয়া সকল সমাজের সামাজিকগণের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব, তদ্বিষয়ে তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা হইল। কিন্তু তাঁহার কার্য্যে যোগদান করিবার পূর্ব্বেই কতকগুলি ফর্ম্মা ছাপা হইয়া গিয়াছিল। কার্য্যভার গ্রহণের পর তিনি পরবর্ত্তী সকল ফর্ম্মাই মুদ্রণের পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া দেখিয়া দিতেছেন।

এই প্রথম খণ্ডে উত্তররাঢ়ীয় সমাজের ও সমাজগঠনের আদ্য ইতিহাস, কুলপদ্ধতি, কক্ষা বা 'গাঞি'এর নাম এবং বাৎস্য গোত্রীয় সিংহবংশের বিবরণ মুদ্রিত হইল। সিংহবংশের বিবরণের শেষে সিংহবংশের ভাব ও বর্ত্তমান বাসস্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

পূর্ব্বে এক খণ্ডেই উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের সমস্ত ইতিহাস লিখিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু গ্রন্থমুদ্রণকালে প্রাচীন কুলগ্রন্থগুলি রক্ষা করিবার বাসনা বলবতী হইল। সাধারণের অনাদর ও অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন দিন দিন কুলগ্রন্থগুলি ক্রমেই বিলোপ পাইতেছে। কুলজ্ঞের সংখ্যাও ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। উত্তররাঢ়ীয় সমাজে যে ২।৪ জন কুলজ্ঞ আছেন, তাঁহারা বংশাবলী লইয়া নাড়াচাড়া করিলেও সামাজিক ইতিহাসের মুখ্য উপাদান সংস্কৃত ও প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত কুলজী ও কারিকাগুলির আলোচনা সকলেই এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছেন। এই সকল প্রাচীন কুলকারিকা ও কুলপঞ্জিকা রক্ষা করিতে না পারিলে অদূর ভবিষ্যতে সমস্তই ধ্বংসমুখে পতিত হইবে, এই জন্য শ্লোকাকারে নিবদ্ধ সমস্ত প্রাচীন কুলপঞ্জিকা ও কারিকাগুলি মুদ্রিত করিবার জন্য যত্নবান্ হইলাম। এই সকল কারিকা প্রাচীন কুলাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত বা সন্ধ্যা ভাষায় লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহার অনেকস্থান দুর্ব্বোধ্য হইলেও যেখানে যেমনটী পাইয়াছি,ঠিক সেইরূপ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছি (৩)। এই সকল কুলগ্রন্থ-প্রকাশকল্পে গ্রন্থের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। সে কারণ, এক খণ্ডের স্থলে তিন খণ্ডে প্রকাশ করিতে হইল।

এই প্রথম খণ্ড অনেক দিন পূর্ব্বেই ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে, বিশেষতঃ সিংহবংশীয় কয়েকজন মহাত্মার চিত্র প্রকাশের আশায় পুস্তকপ্রকাশে কিছু বিলম্ব হইয়া পড়িল। এদিকে দ্বিতীয় খণ্ডও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। সত্বরই প্রকাশিত হইবে।

---

(৩) এমন কি যেখানে যেখানে পুথি অস্পষ্ট, কীটদষ্ট বা অবোধ্য, সেই সকল স্থান বাদ দিয়াই ছাপাইতে হইয়াছে।

এই গ্রন্থ মুদ্রণের পর সিংহ-বংশের কতকগুলি বংশাবলী পাইয়াছি, যথাসময়ে না আসায় যথাস্থানে ছাপা হইল না, পরিশিষ্ট খণ্ডে মুদ্রিত হইবে। এখনও অনেক বংশের পারিবারিক ইতিহাস আমাদের হস্তগত হয় নাই। সেগুলি সত্বরই আমাদের নিকট পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। এখনও পাঠাইয়া দিলে পরিশিষ্টখণ্ডে প্রকাশ করিতে পারিব। নচেৎ ভবিষ্যতে কেহ আমাদিগকে অপরাধী করিতে পারিবেন না।

উত্তররাঢ়ীয় সমাজের জাতীয় ইতিহাস সঙ্কলনকল্পে অর্থ সাহায্য করিয়া আমায় যে সকল মহাত্মা চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে দিনাজপুরের মহারাজ জগদীশনাথ রায় বাহাদুর ও কুমার শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম এ প্রাজ্ঞ, ভাগলপুরের মহাশয় তারকনাথ ঘোষ ও শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন সিংহ এবং পাঁচথুপীর লেপ্টেনেণ্ট সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মৌলিক এম এ বি এল্ মহোদয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতেছি। এই সকল মহাত্মা এবং অপরাপর মহোদয়গণ যিনি যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, পরিশিষ্ট খণ্ডে সেই সকলের নাম ধাম ও দানের পরিচয় মুদ্রিত হইবে।

অবশেষে সামাজিকগণের প্রতি নিবেদন—উত্তররাঢ়ীয় সমাজের বংশেতিহাস এই প্রথম প্রকাশিত হইল। হস্তলিখিত প্রাচীন পুথি ও নানা স্থান হইতে নানা সামাজিকের প্রেরিত বিবরণ ও বংশলতার সাহায্যে আলোচ্য প্রথম খণ্ড রচিত হইয়াছে। সংগৃহীত পুথির পাঠদোষ ও নানা ব্যক্তির প্রেরিত বংশলতা লিখিবার দোষে ভ্রম প্রমাদ হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। এ কারণ সকল সামাজিকের নিকট সানুনয় অনুরোধ—এই পুস্তক মধ্যে যদি কোন ত্রুটী দেখিতে পান, তাহা আমায় লিখিয়া জানাইলে ভবিষ্য খণ্ডে সংশোধন পত্রে তাহা প্রকাশ করিতে পারিব।

এই খণ্ডের ৩৯পৃষ্ঠায় ঘোষবংশতালিকায় সোমঘোষের অধস্তন ৮ম পুরুষে বলভদ্র এবং ৯ম পুরুষে নারায়ণ মুদ্রিত হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে ৮ম পুরুষে বলভদ্র, ৯ম পুরুষে আদিত্য (উদয়াদিত্য) ও ১০ম পুরুষে নারায়ণ হইবে, তদনুসারে বংশলতায় এক পুরুষ বাড়িয়া যাইবে।(৪)

দ্বাদশবর্ষ কাল স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, হৃদ্রোগ ও শ্বাসকৃচ্ছ্র রোগে কষ্ট পাইতেছি, এ অবস্থায় আমি যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশে সমর্থ হইব, তাহা আশাই করিতে পারি নাই। আমার বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থা মনে করিয়া আশা করি সকলেই আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন এবং উপযুক্ত সাহায্য করিয়া এই মহাজাতীয় ব্রতোদযাপনে সহায় হইবেন, ইহাই প্রার্থনা।

বিশ্বকোষ-কুটীর
দোলপূর্ণিমা, ১৩৩৫ সাল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু

---

(৪) উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ডের দ্বিতীয় খণ্ডে সংশোধিত তালিকাই মুদ্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কাণ্ড

প্রথম খণ্ডের সূচীপত্র

চিত্র-সূচী